সংখ্যা-৪

জুন,২০১৮

দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা

উপকূলে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন প্রয়াস

অপার সম্ভাবনাময় নিঝুম দ্বীপ

প্রতিনিয়ত ঘূর্নিঝড়, জলেযমন রয়েছে তেমনি রয়েছে অপাচ্ছাস, নদী ভাঙ্গনের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে লড়াই করে বেঁচে আছে উপকূলের মানুষ। দেশের এই উপকূলে দূর্যোগের ঝুঁকি রে অর্থনৈতিক সম্ভাবনা। এমন ই একটি স্থান হল নিঝুম দ্বীপ । সুপরিকল্পিত ভাবে গড়ে ওঠা ম্যানগ্রোভ বন, বন্য প্রানী,হরিন এবং সমুদ্র তট এই দ্বীপ কে দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষনের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করেছে।

সব কিছুর পরও যে বিষয়টি এখনো আমাদের ভাবিয়ে তোলে তা হল এই দ্বীপে প্রসবকালে এবং প্রসব উত্তর মায়ের মৃত্যু। বিশেষ করে এখানকার দুর্গম যোগাযোগ এর কারনে প্রসবকালে মায়ের মৃত্যু ঠেকানো একটি বড় চ্যালেঞ্জ।দূর্যোগের কারনে ঘটা মৃত্যুহার অনেকটা কমলেও স্বাস্থ্য সেবা,স্যানিটেশন সহ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা থেকে এখনো এই দ্বীপের মানুষ বঞ্চিত। যোগাযোগ ব্যাবস্থা ও অন্যান্য মৌলিক সুবিধা গুলোর অপ্রতুলতার কারনে ডাক্তারসহ ও অন্যান্য সেবা দানকারীগন দীর্ঘদিন এই দ্বীপে থাকতে রাজি হন না, যার জন্য দ্বীপ এর মানুষগণ হন প্রয়োজনীয় সেবা থেকে বঞ্চিত।

দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা এর স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচীর আওতায় স্বাস্থ্য পরিদর্শক এবং প্যারামেডিক এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি করতে কাজ করে যাচ্ছে। গর্ভধারণের পর থেকে বাচ্চার বয়স ২ বছর পর্যন্ত সংস্থার স্বাস্থ্য পরিদর্শক এবং প্যারামেডিকগন বাড়ি বাড়ি গিয়ে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ এবং প্রাথমিক সেবা প্রদান করে থাকেন।এছাড়া সমৃদ্ধি কর্মসূচীর আওতায় এই দ্বীপ এর শিশুদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধে ৪৯ টি শিক্ষা কেন্দ্রে ১৪৭০ জন শিশু কে শিক্ষা সহায়তা দেয়া হয়। প্রিতিট শিশু যেন বিদ্যালয় মুখি হয় এবং কোন শিশু যেন শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় এই লক্ষ্যে সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে।

নিঝুম দ্বীপ এর মানুষ সঠিক সহযোগীতা ও সরকারী সহায়তা পেলে এটি হয়ে উঠতে পারে পর্যটনের জন্য এক স্বর্গভূমী । স্থানীয় ভাবে নিজ বাড়িতে অতিথি সেবার জন্য খুব স্বল্প পরিসরে কাজ শুরু হলেও বিশেষ ভাবে দেশি বিদেশি পর্যটকদের থাকার জন্য তেমন ব্যাবস্থা এখনো গড়ে উঠেনি। সুপেয় পানি ও বিদ্যুতের দুস্প্রাপ্যতা এর কারনে দীর্ঘ সময় ধরে এখানে পর্যটকগন অবস্থান বা রাত্রি যপন করতে স্বস্তি বোধ করেন না। ইকো ট্যুরিজম এর প্রসারের ব্যাপক সম্ভাবনা থাকার পরও এই দ্বীপ টি এখনো অবহেলিত। তাই বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকার যদি এদিকে দৃষ্টি দেয় তাহলে এই নিঝুম দ্বীপ হতে পারে অর্থনীতিকভাবে সমৃদ্ধ একটি দ্বীপ।

উজ্জীবিত -ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প

"দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার" মোহাম্মদপুর শাখার দ্বীপকন্যা মহিলা সমিতির সদস্য আয়েশা বেগম এর মেয়ে সাথি আক্তার। রামগতি উপজেলার টুমচরে তাঁরা বসবাস করেন।সাথি বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান । পড়া লেখা শিখে মানুষ করার জন্য দিনরাত পরিশ্রম করে তার মা,বাবা সংসার চালান আর মেয়ের পড়ালেখার খরচ যোগান। এসএসসি পাশের পর বড়লোক পরিবার দেখে মেয়ের বিয়ে দেন। পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দেয় সাথীর বর। বিয়ের পর কয়েকটি মাস সুখেই কাটছিল সাথির। হঠাৎ তার স্বামী বিদেশে যেতে চায় আর তার বিদেশে যাওয়ার টাকার জন্য সাথীর উপর তার স্বামীর চাপ এক সময় অমানবিক অত্যাচারে রূপ নেয়। সাথীর বাবার দারিদ্রতা আর তার স্বামীর নির্লজ্জ ইচ্ছায় মাত্র ১ বছরের মাথায় ভেঙ্গে যায় সাথীর সংসার।যৌতুক লোভী স্বামী আর শ্বাশুড়ির অত্যাচার সইতে না পেরে সাথি স্বামীর থেকে আলাদা হন।মানসিকভাবে চরম বিপর্যস্থতার পাশাপাশি সামাজিক ভাবে নানা সমস্যায় জর্জরিত হতে থাকে সাথীর বাবা মা। সব মিলিয়ে সাথীর জীবন যখন হতাশায় ভরে উঠে,তখন দ্বীপকন্যা মহিলা সমিতিতে উজ্জীবিত প্রকল্প হতে সেলাই প্রশিক্ষণের জন্য সদস্য নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলছিল। সমিতির সকল সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে এবং প্রকল্পের নিয়মানুযায়ী অগ্রাধীকার ভিত্তিতে সাথী প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মনোনিত হন। প্রথম দিনে প্রশিক্ষণের অনুভূতি প্রকাশে সাথি বলেন "এ যেন সারা দিন রোজা রাখার পর প্রথম ঢোক পানির মতো" । আর এভাবেই সাথীর হতাশার জীবন এ আস্তে আস্তে আলো জ্বলতে শুরু করে।

সাথি আবার পড়ালেখা শুরু করেছেন। এবার তিনি চর জব্বার ডিগ্রি কলেজ হতে এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছেন । লেখাপড়াসহ পরীক্ষার যাবতীয় খরচ সাথী সেলাইয়ের আয় থেকে জোগাড় করেন। পিকেএসএফ সহায়তায় দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা কতৃক বাস্তবায়িত উজ্জীবিত কার্যক্রম এইভাবে হাজারো সাথীর কালো অতীতকে নতুন রংয়ে রাঙিয়ে উজ্জীবিত করছে।

নিজের টেইলারিং হাউজ এর সাইন বোর্ড এর সামনে সাথি আক্তার

কুইজ

১. **শিশুর নাভি শুকাতে কত দিন সময় লাগে?**

২. **বালাইনাশক ব্যবহারের পূর্বে নিরাপত্তামূলক কী ব্যবস্থা নেয়া উচিত?**

স্বাস্থ্য কথন

নবজাতকের যত্ন ঃ যেহেতু নবজাতকের রোগ প্রতিরোধকক্ষ ক্ষমতা দুর্বল থাকে ফলে সংক্রমনের আশংকা থাকে বেশি। তাই নবজাতক কে অত্যন্ত যত্নের সাথে সামলে রাখতে হবে।

- নবজাতক কে ধরার আগে বা কোলে নেয়ার আগে ভালো ভাবে জিবানু নাশক বা সবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে হবে।
- শিশু কে কোলে নেয়ার সময় বা শোয়া থেকে তোলার সময় মাথা এবং ঘাড়ে হাত দিয়ে রাখতে হবে যেন ঘাড় এবং মাথার ভার হাত দিয়ে দেয়া যায়।
- খেলাচ্ছলে বা বিরক্তিবসত কখনো ঝাঁকানো যাবে না। এতে মাথার ভেতরে রক্তপাত হয়ে শিশু মারাও যেতে পারে। শিশুর ঘুম ভাঙ্গানোর সময় ঝাঁকি দিয়ে ঘুম না ভাঙ্গিয়ে পায়ের পাতা বা গলায় হাল্কা করে গামছা বা আঙ্গুল দিয়ে ঘোসে শিশুর ঘুম ভাঙ্গাতে হবে।শিশুকে আকাশে ছুঁড়ে বা হাঁটুর উপর জোরে জোরে ঝাঁকিয়ে খেলা যাবে না।
- নরম কাপড় অথবা বাজারে যে ডায়াপার কিনতে পাওয়া যায় তা ব্যাবহার করতে হলে খেয়াল করতে হবে ডায়াপার ভিজে যাওয়ার পর দীর্ঘ সময় যেন তা শিশুর গায়ে না থাকে। কাপড় ব্যাবহার করা হলে খেয়াল রাখতে হবে তা যেন অবশ্যই জিবানু নাশক দিয়ে পরিস্কার করা হয়।
- বাচ্চার নাভী পড়া এবং শুকানো পর্যন্ত বাচ্চাকে নরম পরিস্কার কাপড় দিয়ে গা মুছে দিতে হবে। এতে সাধারণত ১-৪ সপ্তাহ সময় লাগে।
- শিশুকে প্রথম ৬ মাস শুধু মায়ের বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। এবং প্রতি ২-৩ ঘন্টা অন্তর খাওয়াতে হবে।
- নবজাতক সাধারণত দিনে ১৬ ঘন্টার বেশি ঘুমায়। তাই এই সময় প্রয়োজন হলে তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে খাওয়াতে হবে। ৪ ঘন্টার বেশি সময় যেন শিশুর পেট খালি না থাকে সে দিকে খেয়াল করতে হবে।

কৃষি বার্তা

বিশেষ সতর্কতা বার্তা

১. রাসায়নিক বালাইনাশক পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্নক হুমকি। তাই বিশেষজ্ঞের সুনির্দিষ্ট পরামর্শ ছাড়া এটি ব্যবহার করবেন না। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনায় পরিবেশবান্ধব (অরাসায়নিক) পদ্ধতিসমূহকে বিশেষ গুরুত্ব দিন।

২. রাসায়নিক বালাইনাশক ব্যবহারের পূর্বে জেনে নিন, তা প্রয়োগ করলে ফসলের উপকারি পোকা-মাকড়ের খুব বেশি ক্ষতি হবে কিনা।

৩. বালাইনাশক ব্যবহারের পূর্বে এর বোতল/ কনটেইনারের গায়ে লেখা তথ্যসমূহ অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে পড়ে নিন।

৪. বালাইনাশক ব্যবহারের পূর্বে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা যেমনঃ চোখে চশমা, হাতে গ্লোবস, মাথায় ক্যাপ বা হেলমেট ইত্যাদি পড়ে নিন।

৫. বাতাসের প্রতিকুলে (বাতাস যে দিকে যায় তার বিপরীতে) বা তীব্র বায়ু প্রবাহের সময় বালাইনাশক স্প্রে করবেন না।

৬. বালাইনাশক স্প্রে করার সময় কোন কিছু খাওয়া বা পান করা থেকে বিরত থাকুন।

৭. বালাইনাশক প্রয়োগকালে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হলে দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

৮. বালাইনাশক স্প্রে করা ক্ষেত সাইন বোর্ড বা লাল পতাকা দিয়ে চিহ্নিত করুন।

৯. অব্যবহৃত বালাইনাশক তার কনটেইনারেই নিরাপদভাবে সংরক্ষণ করুন এবং প্রয়োজনে মেয়াদ উত্তীর্ণের আগেই তা ব্যবহার করুন।

১০. সব ধরনের বালাইনাশক শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

১১. বালাইনাশকের খালি কনটেইনার নিরাপদভাবে ধ্বংস করুন।

১২. বালাইনাশক স্প্রে করার পর ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি পানির উৎস (নদী বা পুকুর) থেকে দূরে পরিস্কার করুন।

১৩. রাসায়নিক বালাইনাশক ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি কমিয়ে আনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন।

সময়োপযোগী কার্যক্রমের মাধ্যমে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা প্রতিনিয়তই তৃণমূল পর্যায়ে মানুষের কল্যানে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে সংস্থা শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি সহ নানা আয় বৃদ্ধি মূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। সংস্থা নানা কর্মসূচীর আওতায় দক্ষতা বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নে সম্পৃক্ত হচ্ছে ।

উজ্জীবিত প্রকল্প এর আওতায় স্বাস্থ্য সেবামুলক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে প্রকল্প এলাকার বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের রক্তের গ্রুপ নির্নয় করা হয়।

শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দাও।

সমৃদ্ধি কর্মসূচীর আওতায় হাতিয়া উপজেলার ৩ টি ইউনিয়নে ৩৯০০ জন ঝরে পড়া শিশুকে শিক্ষাদান এর মাধ্যমে বিদ্যালয়মুখি করার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা কতৃক পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় বাস্তবায়িত ক্রীড়া ও সংস্কৃতি কার্যক্রমের আওতায় জাগিয়া উঠিল প্রান এই স্লোগান কে সামনে রেখে নোয়াখালী জেলায় কিশোর কিশোরী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিত্বকারী ৬ জন কিশোর কিশোরী জাতীয় কিশোর কিশোরী সম্মেলনের জন্য নির্বাচিত হয়। জেলায় সকলের মাঝে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিত্বকারী হাতিয়া এ এম উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেনীর ছাত্র সাজিদ মাশরাফি হক জেলা পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করে।

স্বাস্থ্য সকল সুখের মুল-

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় সপ্তাহে ১ টি এবং প্রতি মাসে ৪ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে এম বি বি এস ডাক্তার এর মাধ্যমে সমৃদ্ধি ইউনিয়ন এ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়।

আলো রেডিও আলো কথা কয়

এবার ইদ এ রেডিও সাগর দ্বীপ নানা বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান প্রচার করে তার মাঝে ছিল হাসির নাটক, ছোটদের ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান,প্রিয় শিল্পীর গান এর অনুষ্ঠান, ছায়াছবির গান,কৌতুক এবং ইদ এর বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান। রেডিও সাগর দ্বীপ এর মাধ্যমে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, ইউ এন ও সহ জেলার গন্য মান্য ব্যক্তিবর্গ হাতিয়া উপজেলার মানুষ কে ইদের শুভেচ্ছা জানান।

মাঠ দিবস,প্রদর্শনি , প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষকদের কারিগরি সহায়তা ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেন দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার কৃষি, মৎস্য এবং প্রানী সম্পদ কর্মকর্তাগন ।

রচনা ও সম্পাদনাঃ নূসরাত হায়দার। রাশেদুল হাসান।

Dwip Unnayan Songstha (DUS).Bangladesh
phone : +88 02 9122145
E-mail: dus.eddus@gmail.com
www.dusbangladesh.org